তাওবার দরজা

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা
মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্,
মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা, দাস্তুর, মাদাদ ইয়া শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী,
শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, মাদাদ।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাদের ভূল করার জন্য যেন তিনি তাদের ক্ষমা করতে পারেন। এটাই মানুষকে ফেরেশতাদের থেকে আলাদা করে। ফেরেশতারা নিষ্পাপ এবং কখনো গুনাহ করে না। তারা আল্লাহ্র (জাল্লা জালালুহু) ইবাদাত করে এবং আল্লাহ্র (জাঃজাঃ) সকল আদেশ মান্য করে।

মানুষেরা হয় ফেরেশতাদের অনুকরণ করবে নাহয় শয়তানদের। শয়তানেরা কখনো ভালো কিছু করে না এবং আল্লাহ্র (জাঃজাঃ) সাথে বিদ্রোহ প্রদর্শন করে। ফেরেশতারা যেমন ইবাদাতে এবং আল্লাহ্র বাধ্যতায় থাকে, শয়তানেরা ঠিক তার উলটো।

যদি মানুষেরা আল্লাহ্র বাধ্য থাকে তবে তারা ফেরেশতাদের থেকেও উপরে থাকে কারণ তাদের নিজেদের নাফসকে পরাজিত করে বাধ্য থাকতে হয়। আর যদি মানুষেরা আল্লাহ্র অবাধ্য হয় এবং তাদের নাফস অনুসরণ করে তাহলে তারা শয়তানদের সাথে থাকে। আর মানুষ-শয়তানেরা (আল্লাহ্ না করুন) শয়তানদের থেকেও খারাপ।

আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন যেন তারা ভূল করে। যদি মানুষেরা তাদের ভূল ধরে এবং শুধরায় তাহলে তারা দশগুন বেশী সাওয়াব পাবে কারণ আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) ক্ষমা করে দেন যখন তারা ভূল থেকে ফিরে আসে। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাদের ক্ষমা করার জন্য। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) মানুষ সৃষ্টি করে বলেছেন, "আমার কাছে তাওবা কর। যারা গুনাহ করে তাদের তাওবা করতে হবে যেন আমি তাদের মাফ করে দিতে পারি, যেন আমি তাদের আমার রাহমাত এবং দয়ায় আবৃত করতে পারি।"

যদি তারা তাওবা না করে, তবুও তিনি ফেরেশতাদের অপেক্ষা করান এবং তাদেরকে গুনাহ লিখতে দেন না। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) ফেরেশতাদের ৭-৮ ঘণ্টা অপেক্ষা করান অথবা একদিন পার

হতে দেন। তারপরেও যদি তারা তাওবা না করে তাহলে আল্লাহ্ ফেরেশতাদের গুনাহ লিখতে দেন। অতএব, গুনাহ সাথে সাথেই লিখা হয় না। কিন্তু যখন মানুষ ভালো কাজ করে তখন তা সাথে সাথেই লিখা হয়, এমনকি দশগুণ বাড়িয়ে লিখা হয়।

তারা যখন গুনাহ করে তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদের অপেক্ষা করান কারণ হয়ত তারা ভূল বুঝবে এবং তাওবা করবে। যদি তারা তাওবা না করে তাহলে অবশেষে একটি মাত্র গুনাহ লিখা হয় যদিও ভালো কাজ লিখা হয় একটির জন্য দশটি।

গুনাহ যদি লিখেও ফেলা হয়, তবুও মানুষের তাওবা করার অধিকার থাকে জীবনের শেষ পর্যন্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) পরেও তাদের ক্ষমা করে দেন এমনকি তাদের গুনাহগুলোকে ভালো আমলে বদলে দেন।

আল্লাহ্র (জাঃজাঃ) ক্ষমার এবং তাওবার দরজা খোলা আছে। তিনি বলেন, যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে তখন তাওবার দরজা বন্ধ হবে। কিন্তু এখন সে দরজা খোলা আছে। যখন তোমরা কোন গুনাহ কর, সাথে সাথে তাওবা কর। আমাদের প্রতিদিন তাওবা করা এবং ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন কারণ আমরা জেনে এবং না জেনে গুনাহ করি।

এমনকি আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেছেন যে তিনি দিনে ৭০ বার তাওবা করেন। চল আমরাও আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর এই উপদেশ এবং আদেশ মান্য করি। আমাদের গুনাহসমূহ যেন মাফ হয়ে যায়, ইনশাআল্লাহ্।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

৯ জানুয়ারী ২০১৬ / ২৯ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।